ফরহাদ মজহারের বিভ্রান্তি

অভিজিৎ রায়

ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com

ফরহাদ মজহার তাঁর দার্শনিক বিভ্রান্তির একেবারে তলানিতে পৌঁছিয়ে গেছেন। একেবারেই প্রান্তসীমায়, যা থেকে আমি তার উদ্ধারের আর কোন পথ খোলা দেখছি না। 'আমাদের সময়' পত্রিকার একটি খবরে (সেপ্টেম্বর ৯, ২০০৫) দেখলাম মজহার সাহেব প্রেসক্লাবে একটি আলোচনা সভায় বক্তব্য রেখেছেন যে ১৭ই আগাস্টের বোমাহামলাকারীদের যদি সন্ত্রাসী বলা হয়, তবে নাকি ৭১ এর মুক্তিযোদ্ধারাও সন্ত্রাসী; শুধু তাই নয়, 'বোমাবাজি সন্ত্রাস-জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট' শীর্ষক এই সমাবেশটিতে সোচ্চারে ঘোষনা করেছেন বোমাবাজদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড যদি 'অবৈধ' হয় তবে নাকি ৫২, ৬৬, ৬৯, ৭১ এর সকল আন্দোলনও সবই সন্ত্রাসী কর্মকান্ড। কোথায় চব্বিশ বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল, শোষণ নির্যাতন ভেঙে দ্বিজাতি-তত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণিত করে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সক্রিয় অংশগ্রহণে ৭১ এর বিশাল জনযুদ্ধ, আর কোথায় জ্বীহাদি জোশে উদ্বুদ্ধ সংস্কৃতির মূলধারা সাথে সংস্পর্ষহীন কিছু মুষ্টিমেয় বিন-লাদেনদের চ্যালাদের কর্মকান্ড! একমাত্র 'তাত্ত্বিক' ফরহাদ মজহারের পক্ষেই এ দুটিকে এক করে দেখা সম্ভব। মজহার সাহেবের এই ঢং অবশ্য নতুন নয়। একসময়কার 'প্রগতিশীলতা'র লেবাস লাগানো সমাজতান্ত্রিক ঘরণা থেকে উঠে আসা কিছু বাম চিন্তাধারার লোকজন ইদানিং 'সাম্রাজ্যবাদী আমেরকিকাকে' ঠেকাতে গিয়ে ইসলামী মৌলবাদকে সমর্থন যুগিয়ে চলেছেন, কখনও প্রকাশ্যে, কখনও বা পরোক্ষভাবে। বাংলাদেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবি ফরহাদ মজহার হচ্ছেন এই গোত্রের 'শকুনি মামা'। উনি জ্বেহাদ ও শ্রেণী সংগ্রামকে এক করে দেখেন, আর মার্ক্সিয় তত্ত্ব আউরে সেটাকে সময় সময় বৈধতা দিতে চেষ্টা করেন। এই প্রেসক্লাবের আলোচনা সভাতে মজহার সাহেব পরিস্কার করেই বলেছেন, ১৭ ই আগাস্টের হামলাকারীরা নাকি 'তাদের মত করে সমাজটাকে বদলাতে চায়'। এতে নাকি দোষের কিছু নেই। ইঙ্গিতটা খুবই স্পষ্ট। একটু পেছনের দিকে যাই। একটু চোখ-কান খোলা রাখলে তবেই মজহার সাহেবের এই ধরনের কথাবার্তার তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যাবে। বিন লাদেনের প্রতি মজহার সাহেব একটা সময় এতই গুনমুগ্ধ ছিলেন যে, তিনি 'চিন্তা' নামক একটা পত্রিকায় 'ক্রুসেড, জেহাদ ও শ্রেনীসংগ্রাম' নামের প্রবন্ধের (ডিসেম্বর, ২০০১) সমাপ্তি টেনেছেন করাচীর 'উম্মত' নামক পত্রিকায় লাদেনের সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। চেগুয়েভারা, লেলিন, স্ট্যালিনের মত বিন-লাদেনকেও একই কাতারে ফেলে পুঁজিবাদী শোষনের বিরুদ্ধে 'বিপ্লবী কমরেড' বানিয়ে ছেড়েছিলেন লাদেনকে! 'প্রগতিশীল' এবং 'নিরপেক্ষ' মজহার বিশ্বাস করতেন না ৯/১১ এর বিধ্বংসী ঘটনায় লাদেন জড়িত থাকতে পারে। কারণ তার ধারণা হয়েছিল, 'মুসলমান হিসেবে তিনি মিথ্যা কথা বলেন না।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আনোয়ার হোসেন ফরহাদ মজহারের এই আপাতঃ 'প্রগতিশীল' মুখোশটি উন্মোচন করেছেন শিল্পীর নিপুনতায় ('জেহাদ ও শ্রেনীসংগ্রামতত্ত্বের আড়ালে' বাংলাদেশে কী ঘটছে, ডঃ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মুক্ত-মনা, www.mukto-mona.com) :

> 'পশ্চিমা পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষনের মূল লক্ষ্যবস্তু ধর্ম নির্বিশেষে সারা বিশ্বের শ্রমজীবি নিপীড়িত মানুষেরা নয়, প্রান্তিক ও বিপন্ন ইসলামই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু; এই বিভ্রান্তি থেকে মজহার এমন এক জালে জড়িয়ে পড়েন যখন অতি সাধারণ সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া সাধ্যাতিত হয় তাঁর জন্য। কি উত্তর দেবেন তিনি যখন পুঁজিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ নয়, মুসলমানরা মুসলমানদের হত্যার উন্মত্ততায় মেতে ওঠে? মুসলিম উম্মাহর 'পবিত্র দেশ' পাকিস্তানের মুসলিম শাসকেরা যখন '৭১ এ তাদের ভাষায় বাংলাদেশের নিকৃষ্ট বাঙালী মুসলিম প্রধান জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা চালায়? ধর্মের নামে শুধু হত্যা নয়, নারী ধর্ষনকেও জায়েজ করে? সুদানের শক্তিশালী মুসলিম শাসকেরা যখন একই দেশের দারফুরে

কালো মুসলিম জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা চালায়? ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম কেন্দ্রিয় শাসকেরা যখন একই দেশের আচেহ্ প্রদেশে স্বাধীকার লড়াইয়ে রত মুসলমানদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র নিপীড়ন চালায়? যখন সুন্নি গোত্রভুক্ত ইসলামপন্থিরা অপর মুসলিমগোত্র শিয়া বা কুর্দিদের নিশ্চিহ্ন করতে হিটলারের মতো বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করে? কি উত্তর তার যখন ইরানের মোল্লাতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের মূল শত্রু কমিউনিস্টদের নিধনে মেতে ওঠে ইসলামের নামে? কি বলবেন মজহার যখন আমেরিকা ও পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ মদদে লাদেন ও মোল্লা ওমর দেশটিকে মধ্যযুগীয় অন্ধকারে নিয়ে যায়? সাম্রাজ্যবাদ ও মৌলবাদের ইতিহাস ঘনিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করলে সন্দেহাতীতভাবে এই সত্য বেরিয়ে আসে যে, এদের মধ্যে যতই আপাতঃ বিরোধ থাকুক না কেন, তারা উভয়ই মানবতা, প্রগতি ও গণতন্ত্রের শত্রু এবং একে অপরের পরিপূরক। জেহাদ ও শ্রেণীসংগ্রামকে এক কাতারে ফেলে ধর্ম নির্বিশেষে নিপীড়িত মানুষের সপক্ষে দাঁড়াবার পরিবর্তে ‘বিপন্ন' ইসলামের কথা বলতে গিয়ে সখাত সলিলে নিমজ্জিত ফরহাদের কাছে ওপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর নেই।'

সম্প্রতি গোলাম আযম আর ইনকিলাব যেভাবে ফরহাদ মজহারের প্রশংসা করে চলেছে তাতে বোঝা যায়, তিনি আসলে কাদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছেন। সম্প্রতি জামায়াতের দৈনিক ‘নয়া দিগন্ত' পত্রিকায় গোলাম আযম বলেন, ‘প্রখ্যাত কলামিস্ট ফরহাদ মজহার দৈনিক যুগান্তরে ৩ সেপ্টেম্বর (২০০৪) একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন'। মজহারের প্রবন্ধে গোলাম আযম এতোই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, মজহারের গোটা লেখাটাই তিনি উদ্ধৃত করেন; (দেখুন : ‘জেহাদ ও শ্রেনীসংগ্রামতত্ত্বের আড়ালে' বাংলাদেশে কী ঘটছে, ডঃ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মুক্ত-মনা)। ‘বিপন্ন ইসলাম'কে তুষ্টকারী তথাকথিত ‘বামপন্থি' প্রগতিশীল শুধু ফরহাদ মজহার একা নন, আরো অনেকেই আছেন। মার্ক্সের তত্ত্ব কপচিয়ে ‘শোষিত প্রলেতারিয়েত' বিপন্ন ইসলামের পাশে দাড়াতে গিয়ে এইসব বামপন্থিরা নিজেদের অবস্থান ও দর্শনকে এক নিকৃষ্ট স্তরে নামিয়ে আনছেন, যেমনি ভাবে একটা সময় অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদী ভাববাদকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ায় প্লেটোবাদ এক নিকৃষ্ট দর্শনে পরিণত হয়েছিলো। আর তার ফলে সাধারণ মানুষের প্রগতিকে ত্বরান্বিত না করে প্লেটোবাদ বরং প্রতিক্রিয়াশীল খ্রীষ্টধর্মের বুদ্ধিবৃত্তিক সমর্থনের যোগান দিয়েছিলো। রেনেসাঁর প্রারম্ভে প্রথম মানবতাবাদীরা যে বিজ্ঞানমনস্ক হতে পারে নি, তার জন্য দায়ী ছিলো মূলতঃ প্লেটোবাদ। ঠিক একই ধরণের কাজ করছেন আজকের কিছু বামপন্থি মার্ক্সিস্টরা। প্রগতিশীল মানবতাবাদী আন্দোলনকে ভূলুন্ঠিত করে তারা বরং প্রতিক্রিয়াশীল জেহাদী কর্মকান্ডকে তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সমর্থন যুগিয়ে চলেছেন; খুবই অদ্ভুত ব্যাপার- এককালের স্বঘোষিত ‘নাস্তিক' বুদ্ধিজীবী ফরহাদ মজহার আজ ইসলামী গোষ্ঠির সাথে তবলায় তাল ঠুকে কোরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে চলেছেন।

একটি কথা এখানে বলা জোর দিয়ে অবশ্যই প্রয়োজন। মৌলবাদ বিরোধিতা মানে কিন্তু কোনভাবেই আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতিকে সমর্থন নয়। আমরা মানবতাবাদীরা তা করিও না। জনবিধ্বংসী যুদ্ধাস্ত্র না পাওয়া কিংবা সাদ্দামের সাথে আল-কায়েদার কোন সম্পর্ক না খুঁজে পাওয়া কিংবা জৈব-যুদ্ধাস্ত্র না পাওয়া সত্ত্বেও নির্লজ্জ ভাবে ইরাকের উপর যে আগ্রাসন চালিয়েছে তা আমেরিকার চিরচেনা সাম্রাজ্যবাদী চেহারাটাকেই স্পষ্ট করে তুলেছে। শুধু তো ইরাক নয়, বিগত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস ঘাটলেও আমেরিকার এই ‘যুদ্ধাংদেহী' চেহারাটাই ধরা পড়ে। যারা আমেরিকার ‘গণতান্ত্রিক' মূল্যবোধে উদ্বেলিত থাকেন তারা ভুলে যান যে এই গণতান্ত্রিক আমেরিকাই ১৯৫৩ সালে ইরানের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী মোসাদেককে অবৈধভাবে ক্ষমতাচ্যুত করে স্বৈরশাসক শাহকে ক্ষমতায় বসায়, ভিয়েতনামে সৈন্য প্রেরণ করে গণহত্যা চালায়, ১৯৭৫-৭৬এ ইন্দোনেশিয়ায় সুকর্ণকে ক্যু করে সরিয়ে সুহার্তোকে ক্ষমতায় বসায় আর পরবর্তীতে সুহার্তোর নির্বিচারে গনহত্যাকে প্রত্যক্ষ সমর্থন দান করে, প্রায় একই সময় স্বৈরশাসক পলপট যিনি নিজ দেশে ১.৭ মিলিয়ন মানুষ মারার জন্য দায়ী- তাকে পর্যন্ত নিজ স্বার্থে সমর্থন করে ‘অ্যান্টি-কমিউনিস্ট' আমেরিকা, তারা একটা সময় এলসালভাদর আর আর্জেন্টিনায় স্বৈরশাসকদের সমর্থন

করে, নিকারাগুয়ার গণতন্ত্র উৎখাত করে, জিয়াউল হকের মত মৌলবাদী সরকারকে 'মিত্র' হিশেবে সমর্থন করে আর তার ওহাবী ইসলাম বিস্তারে সাহায্য করে, চিলির স্বৈরশাসক পিনোচেটকে আর্থিকভাবে সাহায্য করে, এমনকি সোভিয়েত রাশিয়ার আফগানিস্তান আক্রমনের ছয় মাস আগে থেকেই ওসামা-বিন লাদেনকে সাহায্য আর সমর্থন যুগিয়ে প্রকৃত 'লাদেন' হিসেবে গড়ে তোলে এই 'গণতান্ত্রিক' আমেরিকা। ইসলামী মৌলবাদের পীঠস্থান সৌদি-আরব আর তার রাজতন্ত্রকে তো এখনও মাথায় আর পিঠে হাত বুলিয়ে চলেছে। সবকিছু না হয় বাদই দিলাম, ১৯৭১ সালে বাঙালীদের উপর পাকিস্তানী গণহত্যা আর ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবের হত্যার পেছনে 'গণতান্ত্রিক' আমেরিকার ভুমিকা কি ছিল তা সবাই জানে। অতিপ্রতিক্রিয়াশীল কিছু লোকজন ছাড়া কেউই আমেরিকার এই নীতিগুলো সমর্থন করছে না। কিন্তু এই আমেরিকার আর বুশ ব্লেয়ারের আগ্রাসনের হাত থেকে মাদ্রাসায় পড়া কতিপয় অর্ধশিক্ষিত জেহাদী সৈনিকেরা যত্র তত্র বোমাবাজি করে 'সমাজ পরিবর্তন' করে আমাদের রক্ষা করবে, এ কথা এক ফরহাদ মজহার ছাড়া মনে হয় কেউ সম্ভবতঃ বিশ্বাস করে না।

এই প্রেসক্লাবের আলোচনা সভাতে মজহার সাহেব আরো বলেছেন জঙ্গিবাদকে একমাত্র সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে দেশটাকে নাকি ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা যখন একে ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে মোকাবেলা করছি, তখন অন্যরাষ্ট্রগুলো একে রাজনৈতিক ভাবে মোকাবিলা করছে। কাজেই মজহার সাহেবের ঐকান্তিক অহবান, 'আসুন একে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করি'।

মজহার সাহেব যত চালাকি করেই কথাগুলো বলুক না কেন, তাঁর উদ্দেশ্য কিন্তু গোপন থাকে নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস মুক্ত-মনায় 'সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গী- ফরহাদজির মোটিভ পাঠ' নামে সম্প্রতি একটি লেখা পাঠিয়েছেন যা প্রথম আলোতে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'ইসলামি জঙ্গি-সরল পাঠের উদ্দেশ্য পাঠ' শিরোনামে। প্রবন্ধটির অপর সহযোগি লেখক হলেন ফাখরুল চৌধুরী। ওই লেখায় লেখকদ্বয় ফরহাদ মজহারের 'উপরচালাকি' খুব স্পষ্টভাবে ধরিয়ে দিয়েছেন 'অপজিশনাল বা কাউন্টার হেজিমনিক' পাঠের মাধ্যমে। লেখাটি এখনও মুক্ত-মনা ওয়েব সাইটটিতে রাখা আছে। পাঠকেরা পড়ে নিতে পারেন। লেখকদ্বয় বলেন :

> 'শেষে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে তথ্য ফরহাদ মজহার দিয়েছেন তা হল বোমাবাজির বিষয়টিকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে হবে। এর মানে কি? আমাদের কাছে এর সরল মানে হল, ইসলামী জঙ্গিসংগঠনকে 'রাজনৈতিক স্বীকৃতি' দিতে হবে এবং কবুল করতে হবে যে, ১৭ই আগাস্টের বোমা হামলা আসলে রাজনৈতিক কর্মকান্ড ছাড়া কিছু নয়। বোমাবাজি আর খুন জখম করে তারা যদি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে, তার কথা অনুযায়ী তখনো এর সীকৃতি আমাদের দিতে হবে। হায়! নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি আর অস্ত্রবাজির পার্থক্য কি ভুলে যাওয়া যায়? 'এন্ডস জাসটিফাই দ্য মিনস' - ইসলামী জঙ্গিদের জন্য এই দায়িত্বহীন 'ম্যাকিয়াভেলিয়ান কৌশল' বাঁতলে দিয়ে রাষ্ট্রকে কোথায় নিয়ে যাওয়ার পাঁয়তারা এটি?'

এই অস্থির সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ফরহাদ মজহারের মৌলবাদী অবস্থানটি জোড়ালো বিশ্লেষণের দাবী রাখে বলে অনেকের মত আমিও আজ মনে করি।

দৈনিক ভোরের কাগজে ১৫ ই সেপ্টেম্বর, ২০০৫ এ প্রকাশিত